اَللهم إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنّي

ليلة القدر

লাইলাতুল ক্বদর।

আসসালামু’আলাইকুম

ওয়া রাহমাতুল্লাহী ওয়া বারাকাতুহ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

লাইলাতুল ক্বদর

এই রাতকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন আলেমরাঃ

১। (আরবি: ليلة القدر (আরবিতে লাইলাতুল ক্বদর। এর অর্থ অতিশয় মহিমান্বিত ও সম্মানিত রাত বা পবিত্র রজনী। আরবি ভাষায় 'লাইলাতুন' অর্থ হলো রাত্রি এবং ক্বদর' শব্দের অর্থ সম্মান, মর্যাদা।

২। এ রাতে পূর্ণ এক বছরের ফায়সালা করা হয়। এ জন্য একে لَيلَة الحُكم ও বলা হয়।

ভাগ্য, পরিমাণ ও তাকদির নির্ধারণ করা। এ রাতে মুসলমানদের সম্মান বৃদ্ধি করা হয় এবং মানবজাতির ভাগ্য পুনর্নির্ধারণ করা হয়। তাই এই রাত অত্যন্ত পুণ্যময় ও মহাসম্মানিত হিসেবে পরিচিত।এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে লিখে দেয়া হয়। [সা'দী] পবিত্র কুরআনের বলা হয়েছে,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ- أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ-

' আমরা একে নাযিল করেছি বরকতময় রাত্রিতে। আর আমরা তো সতর্ককারী'। 'এ রাত্রে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়'। 'আমাদের আদেশক্রমে। আর আমরাই তো প্রেরণকারী' (সূরা আদ-দোখান: ৩-৫]

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, পবিত্র রাত্রে তাকদীর সংক্রান্ত সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। এই রাত্রিতে তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে, সেগুলো লওহে মাহফুয থেকে নকল করে ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা। নতুবা আসল বিধি-লিপি আদিকালেই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। [ইমাম নববী: শারহু সহীহ মুসলিম, ৮/৫৭]

তাকদীরের পর্যায়ঃ

১মঃ আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

“আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টিজগতের তাকদীর আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি আরো বলেছেন: “তখন তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল।”

[সহীহ] - [ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন] - [সহীহ মুসলিম – 2653

২য়ঃ আল্লাহ বনী আদমকে তাদের পিতা আদম আ-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে তাদের নিকট থেকে এমর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা যেন তাঁর সাথে শিরক না করে। এসময় তিনি তাদের সবাইকে দু’বার দু’মুষ্টিতে নিয়েছিলেন এবং এক মুষ্টিকে জান্নাতবাসী আর অপর মুষ্টিকে জাহান্নামবাসী হিসাবে লিখে রেখেছিলেন। এই লিখন ছিল লাউহে মাহ্ফূযে লিখনের পরের স্তরে। সুনানে আবূ দাঊদ:৪৭০৩, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, ‘আল্লাহ অন্ধকারে তাঁর সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে স্বীয় নূরের আলোচ্ছটা দিলেন। ঐদিন যাকে আল্লাহর নূরের আলোচ্ছটা স্পর্শ করেছে, সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে, যাকে স্পর্শ করেনি, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। সেজন্যই তো আমি বলি, কলম শুকিয়ে গেছে’। জামে তিরমিযী:২৬৪২

৩য় ; ‘তোমাদের যে কাউকে চল্লিশ দিন ধরে তার মায়ের পেটে একত্রিত করা হয়, তারপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে সে জমাটবদ্ধ রক্ত হয় এবং তারপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে সে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর চারটি বিষয়ের নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তার কাছে ফেরেশতা পাঠান এবং তার রিযিক্ব, দুনিয়াতে তার অবস্থানকাল, তার আমলনামা এবং সে দুর্ভাগা হবে না সৌভাগ্যবান হবে তা লিখে দেওয়ার জন্য তাঁকে বলা হয়’। সহিহ বুখারী: ৪২৪, ৩২০৮

৪র্থঃ প্রত্যেক ক্বদরের রাতে ঐ বছরের সবকিছু লেখা হয়। লাউহে মাহফূযের লিখন অনুযায়ী আল্লাহ ফেরেশতামণ্ডলীকে ঐ বছরের সবকিছু লিখতে নির্দেশ দেন। ইহাকে বাৎসরিক তাক্বদীর বলা হয়।

اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

অর্থ : আমি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছি নির্ধারিতভাবে। [সুরা কামার : ৪৯]

আল্লাহ তাআলা মানুষের ভাগ্য বিভিন্ন ধাপে নির্ধারণ করেন। একটি নির্ধারণ হয়েছে আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। [সহীহ মুসলিম, ২৬৫৩] আরেকটা নির্ধারণ হয়েছে মানুষ আদম আ.-এর পৃষ্ঠদেশে থাকাকালে। [সুনান তিরমিযী, ৩০৭৫] আরেকটা নির্ধারণ হয় মাতৃগর্ভে। [সহীহ মুসলিম, ২৬৪৬] আরেকটা নির্ধারণ হয় প্রতি বছরে একবার।

লাইলাতুল ক্বদর

তাক্বদীর দুই প্রকার:

এক. অনড় তাক্বদীর: উম্মুল কিতাব বা লাউহে মাহফূযে লিখিত তাক্বদীর এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকারের তাক্বদীরে কোন পরিবর্তন হয় না।

দুই. ঝুলন্ত তাক্বদীর: ফেরেশতামণ্ডলীর নিকট লিখিত তাক্বদীর এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকার তাক্বদীরে পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং রিযিক্ব, আয়ূ লাউহে মাহফূযে অনড় রয়েছে, তাতে বিন্দুমাত্র কোন পরিবর্তন হয় না। তবে ফেরেশতামণ্ডলীর দফতরে লিখিত রিযিক্ব, আয়ূ ইত্যাদিতে পরিবর্তন হতে পারে। আল-ঈমান বিল ক্বাযা ওয়াল ক্বাদার/১২৫।

ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, মানুষের আয়ূ দুই ধরনের: এক ধরনের আয়ূ অনড়, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। দ্বিতীয় প্রকারের আয়ূ কোন শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। এর আলোকে রাসূল সা.-এর নিম্নোক্ত হাদীসটির অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠে,

মহান আল্লাহ ফেরেশতাকে বান্দার আয়ূ লেখার নির্দেশ দেন এবং তাঁকে বলে দেন, বান্দা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে তুমি তার বয়স এত বছর বাড়িয়ে দিও। কিন্তু তার বয়স বাড়বে কি বাড়বে না সে বিষয়ে ফেরেশতা কিছুই জানেন না। কেবল আল্লাহই তার সুনির্দিষ্ট বয়স সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। তারপর তার মৃত্যু এসে গেলে আর সময় দেওয়া হয় না। ফাতাওয়া ইবনে তায়মিইয়াহ, ৮/৫১৭।

তাঁকে মানুষের রিযিক্ব কম-বেশী হয় কিনা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

রিযিক্ব দুই প্রকার: এক প্রকারের রিযিক্ব সম্পর্কে কেবলমাত্র আল্লাহই জ্ঞান রাখেন এবং এই প্রকারের রিযিক্বে কোন পরিবর্তন হয় না।

দ্বিতীয় প্রকারের রিযিক্ব সম্পর্কে আল্লাহ ফেরেশতামণ্ডলীকে অবহিত করান। এই প্রকারের রিযিক্ব কম-বেশী হওয়ার বিষয়টি বান্দার কর্মের উপর নির্ভর করে। প্রাগুক্ত, ৮/৫৪০।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার আমল (শায়খ আহমাদুল্লাহ)

আমরা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এমন কিছু আমল তুলে ধরছি, যা ভাগ্য সুপ্রসন্ন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে—

১। সারাবছর ঈমান ও তাকওয়ার চর্চা করা। অর্থাৎ সারা বছর নিজের ঈমানের পরিচর্যা করা এবং আল্লাহর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

২। বেশি বেশি ইস্তিগফার করা। বিশেষত, যখন কোনো বিপদ আসে কিংবা কোনো সংকট তৈরি হয় অথবা আল্লাহর কাছ থেকে কোনো চাওয়া পূরণ করানোর বিষয় আসে, তখন আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করতে হবে। সুরা নূহে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ﴿١٢﴾

তোমরা নিজ পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যানরাজি ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। [সুরা নূহ : ১০-১২]

৩. রিযা বিল কাযা বা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা। অর্থাৎ আল্লাহ যখন যে অবস্থায় রাখেন এবং যা কিছু দান করেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহর কাছে কোনো জিনিস চেয়ে প্রত্যাশামতো না পেলেও এই ভেবে শুকরিয়া আদায় করা যে, আল্লাহ আমাকে যা দান করেছেন, তাই আমার জন্য কল্যাণকর। আর শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেন। তিনি বলেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ.

যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি তোমাদেরকে আরও বেশি দান করব। [সুরা ইবরাহিম : ৭]

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার আমল (শায়খ আহমাদুল্লাহ

৪. সাদাকা করা। দান-সাদাকার বদৌলতে বিপদ-আপদ দূর হয় এবং জীবনে সমৃদ্ধি লাভ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ.

অর্থ : আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-সাদাকাকে বর্ধিত করেন। [সূরা বাকারা : ২৭৬]

অর্থাৎ, আল্লাহ দান-সাদাকার বদৌলতে পৃথিবীতে ধন-সম্পদে বরকত দেন এবং পরকালে বহুগুণে বিনিময় দান করেন। [তাফসিরুল কুরতুবি, ৩/৩৬২]

এ জন্য সব সময় দান-সাদাকা করতে থাকা চাই। এটা মানুষের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

৫. দু'আ করা। ভাগ্য সুপ্রসন্ন করতে দু'আ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ

অর্থ : একমাত্র দু'আই পারে তাকদিরকে পরিবর্তন করে দিতে। [সুনান তিরমিযী, ২১৩৯]

৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَن سَرَّهُ أنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، أوْ يُنْسَأَ له في أثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

অর্থ : যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক প্রশস্ত হোক এবং তার আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে। [সহিহ বুখারি, ২০৬৭]

এ কাজগুলোর পাশাপাশি কেউ যদি যদি জীবিকার জন্য যথাযথ চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং পার্থিব জগতে ভালো থাকার সম্ভাব্য উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে, তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তার ভাগ্যে ভালো কিছু রাখবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

লাইলাতুল ক্বদর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

১। নিশ্চয় আমরা কুরআন নাযিল করেছি লাইলাতুল ক্বদরে

وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

২। আর আপনাকে কিসে জানাবে লাইলতুল ক্বদর কী?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ۬ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

৩। লাইলাতুল ক্বদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ

৪। সে রাতে ফিরিশতাগণ ও রূহ নাযিল হয় তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে।

سَلٰمٌ ۛ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

৫। শান্তিময় সে রাত, ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত।

ক্বদর রাতের মর্যাদা ও কল্যান

মহান রব ক্বদর রাতের পরিচয় ও মর্যাদা সুরা আল ক্বদরেই জানিয়েছেন।

১। এই রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

লাইলাতুল ক্বদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।”(সূরা ক্বদর: ৩)

২। এই রাত বরকতপূর্ণ রাত।

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ

“নিশ্চয় আমি ইহা (কুরআন)কে অবতীর্ণ করেছি একটি বরকতময় রাতে।”(দুখান: ৩)

৩। এই রাত সম্মানিত কারন কুর’আন নাযিল হয়েছে।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

আমি একে (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি লাইলাতুল ক্বদরে।”(সূরা ক্বদর: ১)

৪। এই রাতে জিবরাইল আ. সহ ফেরেশতারা দুনিয়াতে অবতীর্ণ হন

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوْحُ

ঐ রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হয়, (সূরা ক্বদর: ৪)

৫। এই রাতে ভাগ্য নীতিমালা ফেরেশতাদের কাছে অর্পন করা হয়।

فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ

তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে।(সূরা ক্বদর: ৪)

৬। এই রাত পুরুপুরি শান্তি ও নিরাপদ

سَلٰمٌ ۛ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

শান্তিময়, সেই রাত্রি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।(সূরা ক্বদর: ৫)

৭। এই রাত পূর্বের সকল সগিরা গোনাহ মাফ পাওয়ার সুযোগ

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় লাইলাতুল ক্বদরে রাত জাগরণকরে নফল নামায ও ইবাদত বন্দেগী করবে তার পূর্বের সকল (ছোট) গুনাহ মোচন করে দেয়া হবে।” সহীহ বুখারী

ইবাদত হচ্ছে, প্রত্যেক এমন আন্তরিক ও বাহ্যিক কথা ও কাজ যা, আল্লাহ পছন্দ করেন এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকেন। মাজমুউ ফাতাওয়া,১০/১৪৯

৮। এ রাত সকল কল্যান ও বরকত লাভের।

রাসূল সা: বলেন- ‘যে ব্যক্তি এ রাত থেকে বঞ্চিত হবে সে সমগ্র কল্যাণ ও বরকত হতে বঞ্চিত হবে। এর কল্যাণ থেকে একমাত্র হতভাগ্য লোক আর কেউ বঞ্চিত হয় না।’ (মিশকাত)

কোন রাতটি লাইলাতুল কদর?

রাসূলে কারীম সা কে লাইলাতুল কদর কোন রাত তা জানানো হয়েছিল। তিনি তা সাহাবীদেরকে জানানোর জন্য আসছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেখানে দুই ব্যক্তি ঝগড়া করছিল। তাদের ওই ঝগড়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সা এর নিকট থেকে সে রাতের ইলম উঠিয়ে নেওয়া হয়। এ কথাগুলো সাহাবীদেরকে জানানোর পর নবী সা বললেন- হতে পারে, এতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। এখন তোমরা এ রাত (অর্থাৎ তার বরকত ও ফযীলত) রমযানের শেষ দশকে অন্বেষণ কর। সহীহ বুখারীঃ ২০২০, সহীহ মুসলিম ১১৬৫/২০৯

৩টি বিষয়ে সকলেই একমতঃ এই রাতটি রমাদান মাসে, শেষ দশকের কোন একটি রাত, একটি মাত্র রাতই ক্বদরের রাত।

* সারা বিশ্বে একই দিনে একই সময় লাইলাতুল ক্বদর হয়। তাই জোড় বা বেজোড় রাত হতে পারে।

এ রাতটি রমাদানের শেষ দশকে।

‘রমাযানের শেষ দশদিনে তোমরা কদরের রাত তালাশ কর। (বুখারী : ২০২০; মুসলিম : ১১৬৯)

‘তোমরা রমাদানের শেষ ১০ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে কদরের রাত খোঁজ কর (বুখারী : ২০১৭)

কদরের রাতের ইবাদতের সুযোগ যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায় সেজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশদিনের পুরো সময়টাতে ইতেকাফরত থাকতেন। (মুসলিম: ১১৬৭)

আলেমদের মতে আল্লাহর হিকমত ও তাঁর ইচ্ছায় মহিমান্বিত এ রজনীটি স্থানান্তরশীল। অর্থাৎ প্রতি বৎসর একই তারিখে বা একই রজনীতে তা হয় না।

এ রাতের পুরস্কার লাভের আশায় কে কত বেশি সক্রিয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং কত বেশি সচেষ্ট হয়, আর কে সচেষ্ট নয় সম্ভবতঃ এটা পরখ করার জন্যই আল্লাহ তা‘আলা এ রাতকে গোপন ও অস্পষ্ট করে রেখেছেন।

লাইলাতুল ক্বদর বুঝার কিছু আলামত

যে রাতটি লাইলাতুল ক্বদর হবে সেটি বুঝার কিছু আলামত হাদীসে বর্ণিত আছে।

সেগুলো হল :

(১) রাতটি গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যাবে না।

(২) নাতিশীতোষ্ণ হবে। অর্থাৎ গরম বা শীতের তীব্রতা থাকবে না।

(৩) মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হতে থাকবে।

(৪) সে রাতে ইবাদত করে মানুষ অপেক্ষাকৃত অধিক তৃপ্তিবোধ করবে।

(৫) কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহ স্বপ্নে হয়তো তা জানিয়েও দিতে পারেন।

(৬) ঐ রাতে বৃষ্টি বর্ষণ হতে পারে।

(৭) সকালে হালকা আলোকরশ্মিসহ সূর্যোদয় হবে। যা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত।

(সহীহ ইবনু খুযাইমাহ: ২১৯০; বুখারী: ২০২১; মুসলিম: ৭৬২)

আবু সালামা র. বলেছেন, আমি আবু সাঈদকে, যিনি আমার বন্ধু ছিলেন, এক প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন, আমরা নবী সা.এর সঙ্গে রামাদানের মধ্যের দশদিনে ই'তেকাফে বসলাম। অতঃপর বিশ তারিখের ভোরে নবী সা. বেরিয়ে আসলেন, আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাকে শবে ক্বদর দেখান হয়েছে। তারপর আমি তা ভুলে গিয়েছি। কিংবা তিনি বলেছেন, আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব তোমরা (রামাদানের) শেষ দশ দিনের বেজোড় তারিখে (অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯) লাইলাতুল ক্বদর তালাশ কর। কেননা আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি স্বয়ং পানি ও কাঁদায় সিজদা করছি। তাই যে ব্যক্তি রাসূল সা.এর সাথে ই'তেকাফে বসেছে সে যেন ফিরে আসে। সুতরাং আমরা ফিরে এলাম। আমরা আকাশে এক টুকরা মেঘও দেখলাম না। হঠাৎ এক খণ্ড মেঘ দেখা দিল এবং বর্ষণ শুর হল। এমনকি মসজিদের ছাদ ভেসে গেল। এ ছাদ খেজুর পাতায় নির্মিত ছিল। অতঃপর নামায পড়া হল। আমি রাসূলুল্লাহ সা.কে পানি ও কাঁদায় সিজদা করতে দেখলাম। এমনকি আমি তাঁর কপালে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

সহীহ আল বুখারী: ১৮৭৩

ক্বদর রাতের আমল বা করনীয়ঃ

একজন মুসলিমের উচিত গোটা রামাদান জুড়েই আনুগত্য ও ইবাদাতের কাজে সর্বোচ্চ পরিশ্রম করা এবং শেষ দশকে আরো বেশী তৎপর হওয়া। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: (রামাদানের শেষ) দশদিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহ সা. নিজে সারারাত জাগতেন, পরিবারের লোকদেরকেও জাগিয়ে দিতেন এবং পড়নের কাপড় মজবুত করে বাঁধতেন (অর্থাৎ ইবাদাতের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। সহীহ আল বুখারী: ২০২৪

নবী সা. রামাদানের শেষ দশদিনে ই'তেকাফে বসতেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর পত্নীগনও (শেষ দশকে) ই'তেকাফ করতেন। বুখারী: ১৮৮৪

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে রামাদানের শেষ দশ দিনে যে রকম চেষ্টা-সাধনা করতেন, অন্য কোন সময়ে তা করতেন না। সহীহ মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমজানের শেষ দশকে নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মধ্যে এত বেশী সময় দিতেন যা অন্য সময়ে দিতেন না। আয়েশা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, রমজানের শেষ দশরাত্রি শুরু হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত জেগে ইবাদত করতেন তাঁর পরিবারবর্গকে জাগিয়ে তুলতেন এবং স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকতেন। ইমাম আহমাদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে: "তিনি রমজানের শেষ দশকে এত বেশী ইবাদত করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না।"

আয়েশা রা. বলেছেন: হে রাসূলুল্লাহ! যদি আমি জানি কোন রাতে লাইলাতুল ক্বদর তবে আমি সেই রাতে কি বলবো? তিনি সা. বললেন, বল:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي) আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফুউউন তুহিব্বুল আ'ফওয়া ফা'ফু আ'ন্নী)
হে আল্লাহ! তুমি বড়ই ক্ষমাকারী, বড়ই অনুগ্রহশীল। মাফ করে দেয়াই তুমি পছন্দ কর। তাই তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও। জামে আত তিরমিযী

হাদিসের আলোকে যা করনীয়ঃ

১। শেষ দশকে ইবাদাতের কঠোর পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন।
২। পরিবারের সদস্যদের সহ রাত জেগে এই পরিশ্রম করার তাগিদ প্রদান।
৩। শেষ দশকের দিন রাত্রি ইবাদাতে কাটানোর সুযোগ গ্রহন।
৪। মসজিদে ইতিকাফে বসার সুযোগ করে নিয়ে এই ক্বদর রাতকে তালাশ করা।
৫। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন করনীয়ঃ তাওবা ও ইস্তিগফার করে রবের কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা।
৬। কিয়ামুল লাইল (তারাবীহ,তাহাজ্জুদ সালাত) ৭। কুরআন তিলাওয়াত ৮। যিকর: তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ইত্যাদি। ৯। দু'আ করা

বি দ্রঃ হায়েজ/নিফাস অবস্থায় একজন নারী নামাজ ছাড়া বাকী সব ইবাদাতই করতে পারেন ইন শা আল্লাহ।

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমজানের শেষ দশকে নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মধ্যে এত বেশী সময় দিতেন যা অন্য সময়ে দিতেন না। আয়েশা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, রমজানের শেষ দশরাত্রি শুরু হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত জেগে ইবাদত করতেন তাঁর পরিবারবর্গকে জাগিয়ে তুলতেন এবং স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকতেন। ইমাম আহমাদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে: "তিনি রমজানের শেষ দশকে এত বেশী ইবাদত করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না।"

দুই:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের সাথে ও সওয়াব পাওয়ার আশায় রাত জেগে নামায আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে লাইলাতুল ক্বদরে (ভাগ্য রজনীতে) নামায আদায় করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম] এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ভাগ্য রজনীতে কিয়ামুল লাইল (রাত্রীকালীন নামায) আদায় করা শরয়ি বিধান।

তিন:

লাইলাতুল ক্বদরে (ভাগ্য রজনীতে) পঠিতব্য সবচেয়ে ভালো দোয়া হচ্ছে- যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রাঃ) কে শিক্ষা দিয়েছেন। যেটি তিরমিযি আয়েশা (রাঃ) থেকে সংকলন করেছেন এবং সহীহ আখ্যায়িত করেছেন: তিনি বলেন: আমি বললাম,"হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি জানতে পারি কোন রাতটি লাইলাতুল ক্বদর (ভাগ্য রজনী) তবে সে রাতে আমি কী পড়ব? তিনি বললেন,তুমি বলবে:

اللهمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউউন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা 'ফুউ 'আন্নী (অর্থ: হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে আপনি ভালবাসেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন।)

চার:

রমজানের বিশেষ কোন একটি রাত্রিকে ভাগ্য রজনী হিসেবে সুনির্দিষ্ট করতে হলে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দলীলের প্রয়োজন। কিন্তু শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে ভাগ্য রজনী হওয়া অন্য রাতগুলোতে ভাগ্য রজনী হওয়ার চেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় এবং রমজানের সাতাশতম রাত ভাগ্য রজনী হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলো আমরা যা উল্লেখ করেছি সেটাই প্রমাণ করে।

পাঁচ:

কস্মিনকালেও বিদ'আত (দ্বীনের মধ্যে নতুন প্রবর্তিত বিষয়) করা জায়েয নেই। রমজানের মধ্যেও না, রমজানের বাইরেও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাদের এই শরিয়তে এমন কিছু প্রবর্তন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"

রমজানের নির্দিষ্ট কিছু রাতে অনুষ্ঠান উদযাপনের কোন ভিত্তি আমাদের জানা নেই। উত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে- বিদআত (নতুন প্রবর্তিত বিষয়সমূহ)।আল্লাহই তাওফিকদাতা।

সূত্র: ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদ্দায়িমা (ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র) (১০/৪১৩)

তারাবীর নামায ও কিয়ামুল লাইল কি এক জিনিস?

আলহামদু লিল্লাহ।.

তারাবীর নামায কিয়ামুল লাইলের অন্তর্ভুক্ত। এ দুইটি পৃথক কোন সালাত নয়, যেমনটি অনেক সাধারণ মানুষ ধারণা করে থাকেন। বরং রমজান মাসে যে ‘কিয়ামুল লাইল’করা হয় সেটাকে‘সালাতুত তারাবী’বা বিরতিপূর্ণ নামায বলা হয়। কারণ সলফে সালেহীন (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণের প্রজন্ম)যখন এই সালাত আদায় করতেন তখন তাঁরা প্রতি দুই রাকাত বা চার রাকাত অন্তর বিরতি নিতেন।কেননা তাঁরা মহান মৌসুমকে কাজে লাগাতে ও রাসূলের হাদিস‘‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজান মাসে কিয়ামুল লাইল পালন করে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়’’[বুখারী (৩৬)] এ বর্ণিত সওয়াব পাওয়ার আশায় নামাযকে দীর্ঘ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন।

আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূত্র: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

ইতিকাফের হুকুম ও ইতিকাফ শরয়ি বিধান হওয়ার পক্ষে দলিল

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক: কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার দলিলের ভিত্তিতে ইতিকাফ শরয়ি বিধান।

কুরআনের দলিল হচ্ছে
আল্লাহ্‌র বাণী: "এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১২৫]
এবং আল্লাহ্‌র বাণী: "আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে যৌনকর্ম করো না।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

হাদিসের দলিল: এ সংক্রান্ত অনেক হাদিস রয়েছে। যেমন আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমযান মাসের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করেছেন।"[সহিহ বুখারী (২০২৬) ও সহিহ মুসলিম (১১৭২)]

ইজমা: একাধিক আলেম ইতিকাফ শরয়ি বিধান হওয়ার পক্ষে ইজমা উদ্ধৃত করেছেন; যেমন- ইমাম নববী, ইবনে কুদামা ও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ।[দেখুন: আল-মাজমু (৬/৪০৪), আল-মুগনি (৪/৪৫৬), শারহুল উমদা (২/৭১১)।
শাইখ বিন বায (রহঃ) 'মাজমুউল ফাতাওয়া' গ্রন্থে (১৫/৪৩৭) বলেন:
"কোন সন্দেহ নেই ইতিকাফ আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের একটি মাধ্যম। ইতিকাফ রমযান মাসে পালন করা অন্য সময়ে পালন করার চেয়ে উত্তম...। এটি রমযান মাসে ও অন্য সময়ে পালন করা শরিয়তসম্মত।"।[সংক্ষেপিত]
দুই: ইতিকাফের হুকুম: ইতিকাফের মূল বিধান হচ্ছে- এটি সুন্নত; ওয়াজিব নয়। তবে, কেউ মানত করলে তার উপর ওয়াজিব হবে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কোন আনুগত্য পালন করার মানত করে সে যেন সেই আনুগত্য আদায় করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ার মানত করে সে যেন আল্লাহ্‌র অবাধ্য না হয়।"[সহিহ বুখারী (৬৬৯৬)]
এবং যেহেতু উমর (রাঃ) বলেছেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আমি জাহেলি যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত ইতিকাফ করার মানত করেছি। তিনি বললেন: "তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।"[৬৬৯৭] ইবনুল মুনযির তাঁর 'আল-ইজমা' নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৫৩) বলেন:
আলেমগণ ইজমা করেছেন যে, ইতিকাফ সুন্নত; ফরয নয়। তবে কেউ যদি মানত করে নিজের উপর ফরয করে নেয় তাহলে ফরয হয়।"[সমাপ্ত]
দেখুন: ড. খালেদ আল-মুশাইকিহ এর 'ফিকহুল ইতিকাফ' পৃষ্ঠা- ৩১

লাইলাতুল কদরের দোয়া

اَللهم إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنّي». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমি (ভাগ্যক্রমে) শবে কদর জেনে নিই, তাহলে তাতে কোন (দোয়া) পড়ব? তিনি বললেন,
এই দোয়া,পড়বে ‘‘আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা ‘আফুব্বুন, তুহিব্বুল আফ্‌ওয়া‘, ফা‘ফু ‘আন্নী’’
অর্থাৎ’’ হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা ভালবাসো। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।[তিরমিযি ৩৫১৩, ইবন মাজাহ ৩৮৫০]

আল-আ’ফঊ العفو অর্থঃ পরম-উদার, শাস্তি মউকুফকারী, গুনাহ ক্ষমাকারী, পাপ মোচনকারী
Al-'Afuww - The One with wide forgiveness.- The Forgiver, the effacer, the Pardoner
আল-‘আফুউ: আল-‘আফুউ (শাস্তি মউকুফকারী, গুনাহ ক্ষমাকারী, পাপ মোচনকারী), আল-গাফূর (মার্জনাকারী, অতীব ক্ষমাশীল), আল-গাফফার (অতি ক্ষমাশীল, পরম ক্ষমাশীল)
আল-‘আফুউ (শাস্তি মউকুফকারী, গুনাহ ক্ষমাকারী, পাপ মোচনকারী), আল-গাফূর (মার্জনাকারী, অতীব ক্ষমাশীল), আল-গাফফার (অতি ক্ষমাশীল, পরম ক্ষমাশীল) হলেন তিনি যিনি সর্বদা ক্ষমাকারী ও গুনাহ মার্জনাকারী হিসেবে সুপরিচিত এবং বান্দা গুনাহ মাফকারী গুণে গুণান্বিত। সকলেই তাঁর ক্ষমা ও মার্জনার প্রতি মুখাপেক্ষী ও নিরুপায়; যেমনিভাবে সবাই তাঁর রহমত ও দানের প্রতি অভাবী ও নিরুপায়। যারা ক্ষমা ও মার্জনার কাজ করবে তাদেরকে তিনি ক্ষমা ও মার্জনা করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

وَإِنِّي لَغَفَّارٞ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ٨٢﴾ [طه: ٨٢]
‟আর অবশ্যই আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল, যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎ পথে চলতে থাকে।’’ [সূরা ত্বা-হা ৮২]

إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ٦٠ [الحج : ٦٠]
‘‘নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী, অতীব ক্ষমাশীল।’’ [সূরা আল-হাজ্জ: ৬০]

আহমদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন) সহীহ : তিরমিযী ৩৫১৩, ইবনু মাজাহ ৩৮৫০, আহমাদ ২৫৩৮৪, মুসতাদারাক লিল হাকিম ১৯৪২, সহীহাহ্ ৩৩৩৭, সহীহ আল জামি‘ ৩৩৯১।
ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে দলীল রয়েছে যে, (لَيْلَةُ الْقَدْرِ ‟লায়লাতুল কদর’’ অর্থাৎ- মর্যাদাবান রাতে উপরোল্লিখিত শব্দের দ্বারা দু‘আ করা মুস্তাহাব।

প্রশ্ন: কদরের রাতে নফল সালাতের প্রত্যেক রাকআতে কি সূরা কদর তিলাওয়াত করতে হয়?

উত্তর:

এ কথায় কোনও সন্দেহ নাই যে, লাইলাতুল কদর বা শবে কদর বছরের শ্রেষ্ঠ রাত। এর মর্যাদা এক হাজার মাসের চেয়েও বেশি। (সূরা কদর: ৩)। এ মর্যাদাপূর্ণ রাতে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে কিয়াম (নফল ইবাদত-বন্দেগি) করলে আল্লাহ তাআলা পেছনের সকল গুনাহ মোচন করে দিবেন যদি তিনি তা কবুল করেন।

যেমন: হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজানের সিয়াম পালন করে তার পূর্বকৃত সমস্ত গুনাহ মোচন করে দেয়া হয় আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কদরের রাতে কিয়াম করে তারও পূর্বের সকল গুনাহ মোচন করা হয়।" (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং যথাসম্ভব নফল সালাত, দুআ, জিকির, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমে এ মহিমান্বিত রাত জাগরণের চেষ্টা করতে হবে।

– হাদিসে এ রাতে নফল সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে (সূরা ফাতিহা ছাড়া) নির্দিষ্ট কোনও সূরা পড়ার নির্দেশনা আসে নি। সুতরাং 'কদরের রাতে নফল সালাতের প্রত্যেক রাকাতে সূরা কদর তিলাওয়াত হবে' এমন কোনও কথা হাদিস সম্মত নয়। বরং সঠিক কথা হল, সূরা ফাতিহার পর কুরআনের যেখান থেকে সুবিধা হয় সেখান থেকে পাঠ করা যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ হয় ততটুকু তিলাওয়াত কর।" (সূরা মুযযাম্মিল: ২০)

তবে এ ক্ষেত্রে যথাসাধ্য অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কিয়ামকে দীর্ঘ করা, অধিক পরিমাণে দুআ-তাসবিহ পাঠ করার মাধ্যমে রুকু ও সেজদাকে লম্বা করা উত্তম।

– কেউ যদি এ রাতের সালাতে বিশেষ কোনও সূরা তিলাওয়াত করাকে সুন্নত মনে করে বা নির্দিষ্ট কোনও সূরা পড়াকে নিয়মে পরিণত করে তাহলে তা বিদআত হিসেবে গণ্য হবে। কারণ হাদিসে কোনও সূরা নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং আমাদের জন্যও তা নির্ধারণ করা বৈধ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন নতুন জিনিষ চালু করল তা পরিত্যাজ্য।

[সহিহ বুখারি, অধ্যায়: সন্ধি-চুক্তি।] সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার ব্যাপারে আমার নির্দেশ নাই তা প্রত্যাখ্যাত।" [সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: বিচার-ফয়সালা]

আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করে এবং বিদআত থেকে দূরে থেকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তওফিক দান করুন। আমিন।

আল্লাহু আলাম।

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল।

দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সউদী আরব।

প্রশ্ন: শবে কদরের বিশেষ দুআ এবং তা কখন কিভাবে পড়তে হয়? (সাথে একটি জরুরি জ্ঞাতব্য)

উত্তর:

শবে কদর/লাইলাতুল কদরে রাত জেগে অধিক পরিমাণে নফল সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, দ্বীনী ইলম চর্চা সহ বিভিন্ন ধরণের ইবাদত-বন্দেগীর পাশাপাশি বেশি বেশি দুআ করা উত্তম কাজ। আর সে সব দুআর মধ্যে নিম্নোক্ত দুআটি অধিক পরিমাণে পাঠ করা উচিৎ যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা আয়েশা রা. কে শিখিয়েছিলেন।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি জানতে পারি যে, কোন রাতটি লাইলাতুল কদর তাহলে তখন কোন দুয়াটি পাঠ করব? তিনি বললেন, তুমি বলবে,

اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ تُحِبُّ العفْوَ، فاعْفُ عنِّي

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী।

"হে আল্লাহ, আপনি মার্জনাকারী। আপনি মার্জনা করা পছন্দ করেন। অত:এব আপনি আমাকে মার্জনা করুন।" (সহিহ ইবনে মাজাহ, হা/৩১১৯, সহিহুল জামে, হা/৪৪২৩,-শাইখ আলবানী, তাখরিজুল মুসনাদ (মুসনাদে আহমদ)-হা/২৫৪৯৫-শুআইব আরবানুত প্রমূখ)

⛔ জরুরি জ্ঞাতব্য:

সুনানে তিরমিযীর বর্ণনায়, 'عفُوٌّআফুউন শব্দের পরে كريمٌকারীম' শব্দটি রয়েছে। আর তিরমিযীর বরাতে অনেক আলেম (যেমন: ইমাম নওবী, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে হাজার, ইবনুল কাইয়েম, ইবনে কাসির প্রমুখ মনিষীগণ)

এ দুআটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তারা 'কারীম' শব্দটি উল্লেখ করেন নি।

আর শাইখ আলবানী রহ. প্রথম পর্যায়ে এটিকে সহিহ বলেছিলেন। কিন্তু তার পরবর্তী গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, 'কারীম' শব্দটির কোন ভিত্তি নাই। তাই তিনি মত পরিবর্তন করেছেন।

তিনি বলেন:

(تنبيه): وقع في سنن الترمذي بعد قوله: "عفو" زيادة: "كريم" ولا أصل لها في شيء من المصادر المتقدمة، ولا في غيرها ممن نقل عنها، فالظاهر أنها مدرجة من بعض الناسخين أو الطابعين

"সতর্ক বাণী:

সুনানে তিরমিযীতে) عفوআফুউন) শব্দের পরে) كريمকারীম) শব্দটি এসেছে। কিন্তু পূর্ববর্তী কোন হাদিসের মূল উৎসগ্রন্থ বা সেগুলো থেকে যে সব কিতাবে তা নকল করা হয়েছে সেগুলোতে এর কোনই ভিত্তি পাওয়া যায় না। সুতরাং এটি স্পষ্ট হয় যে, যারা তিরমিযীর হাদিস নুসখা (কপি) করেছে বা মুদ্রণ করেছে তাদের কারো পক্ষ থেকে এ শব্দটি সংযোজিত।" (সিলসিলা সাহীহাহ)

আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

◇ এ দুআটি কখন কিভাবে পাঠ করতে হয়?

উক্ত দুআটি সিজদা অবস্থায়, দুআ কুনুতে, নামাযের বাইরে হাত তুলে দুআ/মুনাজাত করার সময় এবং সাধারণভাবে বসা অবস্থায়, চলা-ফেরা করার সময় বা কাজের ফাঁকে-ফাঁকে অধিক পরিমাণে পাঠ করা যায়। আল্লাহ তাওফিক দান করুন।

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল।

দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদি আরব।

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফুউউন তুহিব্বুল

আ'ফওয়া ফা'ফু আ'ন্নী

হে আল্লাহ! তুমি বড়ই ক্ষমাকারী,বড়ই অনুগ্রহশীল। মাফ করে দেয়াই তুমি পছন্দ কর। তাই তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও।

ক্বদরে কি পাঠ করবো

* প্রস্তুতি হিসেবে ভারী কাজ না করা,
* দিনে বিশ্রাম ও ঘুম স্বল্প সময় নেয়া
* প্রতিদিন সাদাকা ও ইফতার খাওয়ানোর সুযোগ করে রাখা
* কথা কম বলা, প্রয়োজনীয় কথা সুন্দর ভাবে বলা।
* মোবাইল সোসাল মিডিয়া থেকে সময় বাঁচিয়ে সাদাকা জারিয়ার কাজ করা
* মাগরিব থেকেই ক্বদর রাত শুরু-আমল শুরু করা
* মহান আল্লাহর কাছেই চাওয়া যেনো ক্বদর রাতের ফায়দা লাভ করা যায়।

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় যদি কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে ইমাম নামায শেষ করা পর্যন্ত নামায পড়ে তাহলে তার জন্য গোটা রাত কিয়ামুল লাইল আদায় করার সওয়াব হিসাব করা হবে।"[সুনানে আবু দাউদ (১৩৭২), সুনানে তিরমিযি (৮০৬); তিরমিযি বলেন: এটি একটি হাসান সহীহ হাদিস]

পক্ষান্তরে, কেউ যদি একাকী কিয়ামুল লাইল আদায় করে তার ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে আদায় করতেন সেভাবে মনোযোগের সাথে ১১ রাকাত আদায় করা; যাতে করে সে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় নামায পড়া বাস্তাবায়ন করতে পারেন।

আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত তিনি আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেন: রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায পড়া কেমন ছিল? তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে ও রমযান ছাড়া ১১ রাকাতের বেশি নামায আদায় করতেন না। তিনি চার রাকাত নামায আদায় করতেন; এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। এরপর তিনি আরও চার রাকাত নামায পড়তেন এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। এরপর তিনি তিন রাকাত নামায পড়তেন।"[সহিহ বুখারী (১১৪৭) ও সহিহ মুসলিম (৭৩৮)]

যদি কেউ এর চেয়ে বাড়ায় তাতেও কোন অসুবিধা নাই। আরও জানতে দেখুন: 9036 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ক্বদর রাতের সময়ের বিন্যাস(যার যার সামর্থ্যের চরম প্রচেষ্টা লাগিয়ে যতটুকু সম্ভব আন্তরিকতা ও ইখলাসের সাথে করনীয়)

সন্ধ্যা ৫--৭.০০	ইস্তিগফার ও দু'আ, ইফতার, মাগরিব সালাত
৭.০০-৭.৩০	দরুদ, তাহমিদ, তাহলিল, তাকবীর, মসজিদে গমন(৭.৩০)
৮.০০-৯.৩০টা	ইশা ও তারাবীহ সালাত(মসজিদে গেলে ইতিকাফের নিয়্যতে প্রবেশ)
৯.৩০-১০.০০টা	হালকা নাস্তা,চা/কফি/সরবত (কোন অপ্রয়োজনীয় গল্প নয়) বিশ্রাম
১০.০০-১১.০০টা	কুর'আন তেলাওয়াত(নির্দিষ্ট করা)
১১.০০-১২.০০টা	ঘুম যদি প্রয়োজন হয়/ নফল সালাত
১২.০০-১.০০টা	দরুদ/ইস্তেগফার/কুর'আন তেলাওয়াত
১.০০-২.০০টা	তাওবা,ইস্তিগফার,দরুদ,দু'আ
২.০০-৩.০০টা	নফল সালাত
৩.০০-৪.০০টা	তাওবা,ইস্তিগফার,দরুদ,দু'আ
৪.০০- ৪.৩০	সাহরী খাওয়া
৪.৪০- ৪.৫০	ফযর সালাত
৪.৪০- ৫.৫৫	কুর'আন তেলাওয়াত/যিকর
৬.০৫- ৬.১০	ইশরাক সালাত (সময় দেখে নিবেন সুর্য পুর্ন উদয় হতে)
সকাল ৬.১০-১১টা	ঘুম

দু’আ করার ক্ষেত্রে কিছু আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখাঃ

* আল্লাহর প্রশংসা (হামদ ও সানা) দিয়ে অতঃপর নবী (-(ﷺএর উপর দরূদ পাঠ করে দুআ শুরু করা এবং অনুরূপ শেষ করা।
* নিজের অপরাধ ও আল্লাহর অনুগ্রহকে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন-পূর্বক দুআ করা।
* দুআ করার সময় মনকে সজাগ রাখতে হবে, তার দুআ কবুল হবে --এই একীন রাখতে হবে এবং কি চাইছে তাও জানতে হবে।
* খুব গুরুত্বপূর্ণ দুআ হলে ফিরিয়ে ফিরিয়ে ৩ বার করে বলা
* দুআর পূর্বে ওযু করা মুস্তাহাব।
* কেবলা-মুখ হয়ে দুআ করা। এ আদবটিও সকল দুআর ক্ষেত্রে জরুরী নয়।
* মুখ বরাবর দুই হাত তুলে দুআ করা। এ আদবটিও সেখানে ব্যবহৃত, যেখানে আল্লাহর রসুলের নির্দেশ আছে। অথবা যেখানে কোন নির্দেশ নেই সেখানে সাধারণ প্রার্থনার ক্ষেত্রে এ আদবের খেয়াল রাখা উচিত।
* অশ্রু বিসর্জনের সাথে দুআ করা।
* কাকুতি-মিনতি, বিনয়, আশা, আগ্রহ, মুখাপেক্ষিতা ও ভীতির সাথে দুআ করা।
* উচ্চ ও নিঃশব্দের মধ্যবর্তী চাপা স্বরে সংগোপনে প্রার্থনা করা।
* অপরের জন্য দুআ করলে নিজের জন্য প্রথমে দুআ শুরু করা।
* দুআয় সীমালংঘন ও অতিরঞ্জন না করা
* আল্লাহর সুন্দরতম নাম এবং মহত্তম গুণাবলীর অসীলায় অথবা কোন নেক আমলের অসীলায় দুআ করা
* আল্লাহ তাআলার ইসমে আযম দিয়ে দুআ শুরু করলে তিনি তা কবুল করেন।

যা কোনভাবেই যেনো বাদ না পড়ে--- দরুদে ইবরাহীম, সূরা ফাতিহা,সাইয়্যদুল ইস্তেগফার,দু’আর সমষ্টি,ক্বদরের রাতের বিশেষ দু’আটি, দু’আর বইতে উল্লেখিত সকল কুর’আনের দু’আ ও হাদীসের দু’আ সমূহ বুঝে চাওয়া।

নিজের জন্য চাওয়া

পরিবারের জন্য চাওয়া

আত্মীয়দের জন্য চাওয়া

অন্য মুমিন মুমিনাদের জন্য চাওয়া

তাওবাতুন নাসূহা

১১:৩ وَّ اَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ

তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো, তাহলে তিনি একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবন সামগ্রী দেবেন এবং অনুগ্রহ লাভের যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অনুগ্রহ দান করবেন। তবে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমি তোমাদের ব্যাপারে একটি অতীব ভয়াবহ দিনের আযাবের ভয় করছি। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সবকিছুই করতে পারেন। সূরা হুদঃ ৩-৪

৬৬:৮ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর কাছে তাওবা করো, প্রকৃত তাওবা। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের দোষত্রুটিসমুহ দুর করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করবেন যারা পাদদেশ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। সূরা তাহরীমঃ ৮

কুর'আনের উক্ত দুই আয়াতের আলোকে

১। প্রথমে ইস্তেগফার করতে হবে এরপর তাওবা করতে হবে।

২। তাওবা করতে হবে তাওবাতুন নাসূহা বা বিশুদ্ধ তাওবা।

তাওবা

তওবা শব্দের অর্থ হল: অনুশোচনা করা, প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা ইত্যাদি।
ব্যাপক অর্থে তওবা বলা হয়: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের অন্যায় বা পাপরাশি থেকে নিজেকে মুক্ত করা। অন্যায়ের প্রতি অনুশোচনা করত: দৃঢ়তার সাথে বর্জন করার অঙ্গিকার গ্রহণ করা। এবং ভবিষ্যতে অন্যায়ে ফিরে না যাওয়ার মনমানসিকতা পোষণ করা।
এক কথায় পাপ-কর্ম থেকে ফিরে এসে সৎকাজে প্রবৃত্ত হওয়া।

তাওবাতুন নাসূহা
হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর কাছে তাওবা করো, প্রকৃত তাওবা৷ অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের দোষত্রুটিসমুহ দুর করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করবেন যারা পাদদেশ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে৷ সূরা তাহরীমঃ ৮

نصوح শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে।

এক. نصحة অর্থ খাঁটি করা। "তাওবাতুন নাসূহ" এর অর্থ এমন তাওবা, যা রিয়া ও নামযশ থেকে খাঁটি-কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে এবং গোনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে গোনাহ পরিত্যাগ করা।
نصاحة অর্থ বস্ত্র সেলাই করা ও তালি দেয়া। "তাওবাতুন নাসূহ" শব্দটি এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্যে হবে যে, গোনাহের কারণে সৎকর্মের ছিন্নবস্ত্রে তাওবা তালি সংযুক্ত করে। (কুরতুবী) এ ছাড়া—
গোনাহর কারণে তার দীনদারীর মধ্যে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে তাওবা দ্বারা তা সংশোধন করবে ।
নিষ্কলুষতা ও কল্যাণকামিতা । খাঁটি মধু যা মোম ও অন্যান্য আবর্জনা থেকে মুক্ত করা হয়েছে

তাওবা

* “কিন্তু যারা তাওবা করেছে, নিজেদের সংশোধন করেছে এবং বর্ণনা করেছে তারা হলো সেই লোক যাদের তাওবা আমি কবুল করবো এবং আমিই একমাত্র তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।” সূরা আল বাকারা: ১৬০

* “মহান আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন। আল বাকারা: ২২২

- “যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও আমলে সালিহ করে, আশা করা যায় তারা সফলকাম হবে।” সূরা কাসাসঃ৬৭।

“কিন্তু যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও আমলে সালিহা করে, এদের সকল পাপরাশি নেকীতে রূপান্তর করে দেন আল্লাহ তা আলা। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” সূরা ফোরকান: ৬৯।

* গোনাহ থেকে তওবাকারীর কোন গোনাহই থাকে না।” ইবন মাজাহ: ৪২৫০।

* “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা রাত্রিবেলা তাঁর হস্ত প্রসারিত করেন যাতে দিবাভাগের গোনাহগুলোর তওবা কবুল করতে পারেন। ওদিকে দিনের বেলায় হস্ত প্রসারিত করেন যাতে রাতের গোনাহ তওবা গ্রহণ করতে পারেন। সহীহ মুসলিম: ২৭৪৭

রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন,

হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো, কারণ আমি দিনে একশত বার তার কাছে তাওবা করি। [মুসলিম: ২৭০২]

ইস্তিগফার

ইস্তেগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। কৃত গোনাহের জন্যে আল্লাহর কাছে অনুতাপ ও অনুশোচনার সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করা।
‘তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হও, নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু (সূরা বাকরাহ:১৯৯)

অতএব, হে নবী! ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয়। নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। এবং মু’মিন নারী ও পুরুষদের জন্যও। আল্লাহ তোমাদের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত এবং তোমাদের ঠিকানা সম্পর্কেও অবহিত। সূরা মুহাম্মদঃ১৯

(হে নবী,) তুমি বলে দাও, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো মহা ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। সূরা যুমার : ৫৩

তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল। (ক্ষমাপ্রার্থনা করলে) তিনি তোমাদের ওপর মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদেরকে তিনি ধনসম্পদ ও সন্তানাদি দিয়ে সমৃদ্ধ করবেন। তোমাদের জন্যে তিনি বিভিন্ন রকমের বাগান ও অনেক নদ-নদী সৃষ্টি করে দেবেন। সূরা নূহ : ১০-১২

তোমাদের পালন কর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর; তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি ধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন। (সূরা হুদ: ৫২)
তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আল্লাহ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না। (সূরা আনফাল: ৩৩)

“আল্লাহ দিনে হাত বাড়িয়ে দেন যাতে রাতের পাপীরা ক্ষমা চাইতে পারে এবং তিনি রাতে হাত বাড়িয়ে দেন যাতে দিনের পাপীরা ক্ষমা চাইতে পারে।” (মুসলিম)
বামকাঁধের ফেরশতা গুনাহ করা একজন মুসলিম বান্দাকে ছয় ঘন্টা সময় দেয়। সেই বান্দা যদি তওবা করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তবে ফেরেশতা তা লিপিবদ্ধ করেনা। এবং যদি সেই বান্দা আল্লাহর কাছে ক্ষমা না চায়, তবে ফেরেশতা তা একবার লিপিবদ্ধ করে।” (মুসলিম)

“বান্দা যখন কোন গোনাহর কাজ করে তখন তার অন্তরে এক ধরনের কালো দাগ পড়ে যায়। যদি ইস্তেগফার করে তাহলে এই দাগ দূরীভূত করে তার অন্তর সূচালু, ধারালো ও পরিশীলিত হবে। আর এই দাগের কথা কুরআনেই আছে, খবরদার! তাদের অন্তরে দাগ রয়েছে যা তারা কামাই করেছে।” জামে তিরমিযি: ৩৩৩৪।

কুর’আনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে ইস্তিগফারের মাধ্যমে যা লাভ হয়ঃ

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়।

২. গোনাহকে মুছে ফেলে ও বান্দার মর্যাদা উন্নীত করে।

৩. রিজিক প্রশস্ত হয়।

৪. পরিবারে শান্তি আসে।

৫. শরীরে ঈমানি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৬. হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল হয়।

৭. এর মাধ্যমে বালামুসিবত দূর হয়।

৮. চিন্তা-পেরেশানি দূর হয়।

৯। সুখ-সমৃদ্ধি ও প্রাপ্য হক অর্জিত হয়।

১০। আযাব থেকে নিরাপদ লাভ

সাইয়িদুল ইস্তিগফার (সাইয়েদুল ইস্তেগফার) বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো‘আ

‘যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো‘আ পাঠ করবে, দিনে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিনে মারা গেলে, সে জান্নাতী হবে’।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা ‘আবদুকা ওয়া আনা ‘আলা ‘আহদিকা ওয়া ওয়া‘দিকা মাসতাত্বা‘তু, আ‘ঊযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা‘তু। আবূউ লাকা বিনি‘মাতিকা ‘আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা।

‘হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ’তে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই’। বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫

পাপ বা অপরাধ দু ধরনের হয়ে থাকে :

১। যে সকল পাপ শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হক বা অধিকার সম্পর্কিত।

২। যে সকল পাপ বা অপরাধ মানুষের অধিকার সম্পর্কিত। যে পাপ করলে কোন না কোন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রথম প্রকার পাপ থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার সাথে পাঁচটি শর্তের উপস্থিতি জরুরী

১। ইখলাস (অকপটতা),

২। কৃত পাপটিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া।

৩। পাপ কাজটি পরিহার করা।

৪। ভবিষ্যতে আর এ পাপ করব না বলে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা।

৫। তওবা কবুল হওয়ার সময়সীমার মধ্যে তওবা করা।

দ্বিতীয় প্রকার পাপ থেকে তাওবা করার শর্ত হল মোট ছয়টি:

১। ইখলাস (অকপটতা),

২। পাপ কাজটি পরিহার করা।

৩। কৃত পাপটিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া।

৪। ভবিষ্যতে আর এ পাপ করব না বলে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা।

৫। পাপের কারণে যে মানুষটির অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে বা যে লোকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার পাওনা পরিশোধ করা বা যথাযথ ক্ষতিপুরণ দিয়ে তার সাথে মিটমাট করে নেয়া অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে দাবী ছাড়িয়ে নেয়া।

৬। তওবা কবুল হওয়ার সময়সীমার মধ্যে তওবা করা।

শাইখ উছাইমীনের “লিকাউল বাব আল-মাফতুহ” ৫৩/৭৩

তাওবা কিভাবে করবো

অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যে কোন সময়ই নিজের গুনাহের ফলে অনুশোচনায় ব্যথিত হওয়া যে, নিজের উপর যুলুম করে ফেলেছেন, ভবিষ্যতে আর এই কাজ করবেন না ও মহান আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকবেন এই অংগীকার নিয়ে মহান আল্লাহর কাছেই ক্ষমা চাওয়া দিয়েই তাওবা করা হয়ে যায়।

নির্দিষ্ট কোন গুনাহ করে ফেললে-

আবুবকর রা. হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি যে, কোন লোক যদি গোনাহ করে। অতঃপর উঠে দাঁড়ায় ও পবিত্রতা অর্জন করে এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করে। অতঃপর আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, তিরমিযী, হাদীছ হাসান; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫৯; মিশকাত হা/১৩২৪

উক্ত সালাত দুই বা চার রাক'আত ফরয কিংবা নফল, পূর্ণ ওযূ ও সুন্দর রুকূ-সিজদা সহকারে হ'তে হবে।

আহমাদ হা/২৭৫৮৬; সহীহাহ হা/৩৩৯৮; সহীহ আত-তারগীব হা/২৩০।

* "অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদের তওবা আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ।" সূরা নিসা: ১৭

* তওবা করতে হবে মৃত্যু শুরু হওয়ার পূর্বে(মৃত্যুর ফেরেশতা দেখার পূর্বে) এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় শুরু হওয়ার আগে। তিরমিযী: ৩৫৩৭, ইবনু মাজাহ: ৪২৫৩

তাওবা ইস্তেগফার এর মধ্যে উত্তম হল:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতূবু ইলাইহি

১। আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকটই তাওবা করছি বুখারী (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১০১, নং ৬৩০৭; মুসলিমঃ ২৭০২।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ الغَفُوْرُ
রাব্বিগ্ ফিরলী, ওয়া তুব ‘আলাইয়্যা, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুর রাহীম। দ্বিতীয় বর্ণনয় ‘‘রাহীম’’-এর বদলে: ‘গাফূর’।

২। হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী করুণাময়। দ্বিতীয় বর্ণনায়: তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে বসে এক বৈঠকেই এই দোয়া ১০০ বার পড়েছেন। আবূ দাঊদ-১৫১৬, ইবনু মাজাহ-৩৮১৪, তিরমিযী-৩৪৩৪,

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে।

৩। ‘আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহর নিকটে যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক এবং তাঁর দিকেই আমি ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি’। তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩

أَستَغْفِرُ اللهَ আস্তাগফিরুল্লা-হ।
৪। আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

প্রতি ওয়াক্তের ফরয সালাতে সালাম ফিরানোর পর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এই দু’আ ৩ বার পড়তেন। মিশকাত-৯৬১

৫। সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মু’মিনগণ! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো,আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবো সূরা নূরঃ ৩১